R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে ফাল্গুন ১৪২০
৬ই মার্চ, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে ভোটের মুখে জঙ্গিপুরে উপেক্ষিত মুক্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির নির্দেশে জঙ্গিপুর এলাকার দায়িত্ব পান রঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ২৬ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে এক কর্মীসভা ডাকেন রঞ্জন। সেখানে কর্মীদের ভিড় ছিল আশাতীত। বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত কর্মীসভা চলে। জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেখ মহঃ ফুরকান, রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লক সভাপতি তাঞ্জিলুর রহমানসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। রঞ্জনের নির্দেশে জঙ্গিপুর বিধানসভা এলাকার দায়িত্ব পান সৈয়দ সাদেক (রিটু)। এই নিয়ে সভাকক্ষে গুঞ্জন ওঠে। কেউ কেউ প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সভায় মুক্তিপ্রসাদ ধরকে দেখা যায়নি। দলীয়ভাবে বুথ কমিটি গঠন হয়ে গেলেও রঞ্জনের নির্দেশ নতুনভাবে পুনরায় বুথ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ সভায় বিভিন্ন বক্তার ভাষণে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব না ঘুচলে সংগঠনের কোন উন্নতি হবে না – এ কথা বার বার প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে মুক্তি ধর ক্ষোভের সাথে জানান – গত জানুয়ারীতে ডিষ্ট্রিক্ট কমিটির সভায় জঙ্গিপুরের দায়িত্ব আমার ওপর দেওয়া হবে এই ধরনের আলোচনা হয়। জঙ্গিপুর এলাকার ব্লক নেতারা তা সমর্থনও করেন। সভায় রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জেলা সভাপতি মহঃ আলি, সেখ মহঃ ফুরকান সহ অনেকেই ছিলেন। গত মাসে

(শেষাংশ ৪ পাতায়)

বিয়ে করে মেয়ে পাচারের অভিনব কৌশল

নিজস্ব সংবাদদাতা: মেয়ে পাচারের এ এক অভিনব কৌশল। ঘটনাটি জঙ্গিপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের চাঁই পল্লী ধনপতনগরের। তাও আবার বিয়ে করে মেয়ে পাচার। পাত্রের নাম সঞ্জয় মণ্ডল, পিতা মৃত অশ্বিনী মণ্ডল, সাং মথুরাপুর, পোঃ কাবিলপুর। থানা সাগরদীঘি। পাত্রী খুশি মণ্ডল, পিতা মৃত কিশোর মণ্ডল, ধনপতনগর। গত ১০.১.২০১৪ দুই জন দালালের মাধ্যমে রঘুনাথগঞ্জে নবকুমার চৌধুরীর ম্যারেজ রেজেস্ট্রি অফিসে বিয়ে হয় রেজেস্ট্রি করে। দুইজন দালাল ১। কর্ণ মণ্ডল, সাং পানিশালা, পোঃ সদর নসিপুর, থানা লালগোলা ও ২। অমিত মণ্ডল, সাং কৃষ্ণশালি, পোঃ খামড়া, থানা রঘুনাথগঞ্জ ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন ফর্মে সাক্ষী হন। এবং এরা দুইজনই ঘটক ছিলেন। ২১ মাঘ ১৪২০, ইং ৪.২.২০১৪ বিয়ে ও প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান হয় ধনপতনগরে। উল্লেখ্য, পাত্র থাকে নতুন গ্রাম চালতা বাড়িতে। আজিমগঞ্জ ও

(শেষাংশ ৪ পাতায়)

মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যে সাংসদের তৎপরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে ভাগীরথী নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে এবং ঐ এলাকাকে দৃষ্টিনন্দন করতে জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী ১৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন তাঁর এম.পি ল্যাডের টাকা থেকে। ২৩ ফেব্রুয়ারী ভাগীরথী তীরে বিদায়ী মহকুমা শাসক অরবিন্দকুমার মিনার উপস্থিতিতে ও কাউন্সিলার বিকাশ নন্দের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে এই কথা ঘোষণা করেন অভিজিৎ। ঐদিনই মহকুমা হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারের প্রয়োজনে ৪.৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের দুটি অত্যাধুনিক

(শেষ পাতায়)

কপিরাইটাররাও চান না অশান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিভিন্ন সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে কপিরাইটারদের দিয়ে দলিল কপি করা হয় এবং এর পারিশ্রমিক সরকারীভাবে নির্ধারণও করা আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দরকে উপেক্ষা করে কয়েকগুণ বেশী পারিশ্রামিক তারা দাবী করেন। সম্প্রতি

(শেষ পাতায়)

ভাষাদিবস অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের পরিচালন সমিতি ও এস.এফ.আই ছাত্র সংগঠনের চেষ্টায় ১৯ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে কলেজের সেমিনার হলে। ভাষাদিবসকে স্মরণ করে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন। কৃতীদের পুরস্কৃত করা হয়।

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪২০

।। বাউল বসন্ত ।।

ফাল্গুন শেষ হইয়া আসিতেছে। বসন্তের বিদায়ের পালা। নিত্য তাহার আসা আর যাওয়া ধরণীর উপর। ভরা পাত্রটিকে শূন্য করিয়া আবার তাহাকে পূর্ণ করিয়া সে চলিয়া যাইবে নূতনভাবে। বন্ধন ছিন্ন করিবার সাধনা তাহার চিরকালের। সে দস্যুর মত তাহার চিরাভ্যাসের মেলা ভাঙিয়া চুরিয়া চলিয়া যায়। সে তো হইল ধরণীর ধ্যান ভরা ধন। ভূবন মোহন বেশে আসিয়া থাকে ধরণীর উপরে। তাহার আগমনের বার্ত্তা রটিয়া যায় বনে বনান্তরে পত্র পল্লবের মর্মরে। তাহার মায়াবী রূপে কি সম্মোহিনী। প্রতিবারই সে আসে তাহার নবীন পরিচয় দিতে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় না সে পরিচিত, পুরাতন। মনে হয় সে যেন বারে বারে নূতন, ফিরিয়া ফিরিয়া নূতন। সে বাতাসে উড়াইয়া আনে তাহার রঙীন উত্তরীয়। পলাশ কিংশুক তাহাদের রূপের রক্তিম আগুনে জ্বালাইয়া দেয় তাহার মিলন মাঙ্গল্য হোম শিখা।

বসন্ত তো ক্ষ্যাপা বাউল। পথ চলাতেই তাহার আনন্দ। ফুল ফোটাইবার খ্যাপামি লইয়া আসে আবার তা শেষ করিয়া দিয়া সে চলিয়া যায়। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে যে সন্ধ্যে বেলার চামেলি আবার কখনও মনে হয় সে যে পথ ভোলা পথিক। সকাল বেলার মল্লিকা। আবার কখনও মনে হয় সে চৈত্র রাতের উদাসী। নব নব রূপে সে অপরূপ। তাহার স্থায়িত্ব তো ক্ষণকালের। তাহাকে ঘিরিয়া কত উৎসব, কত হাসি, কত দেখাশোনা। কিন্তু বৎসরান্তে রক্ত সন্ধ্যার স্বপ্নের ভেলায় ভাসিয়া যাইবে তাহার সব কিছুই। আর কয়েকটি দিন পর কানন শাখায় বাজিতে শুরু করিবে বেলা শেষের বেণু। গমনোদ্যত বসন্তের বিদায় বাণী। অস্তগিরির শিখর চূড়াতে উড়িতে থাকিবে 'ঝড়ের মেঘের ধ্বজা' ইহাতে তাহার বিদায়ের ইঙ্গিত হইবে সূচিত।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

অধীর চৌধুরীর কাছে আবেদন

মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন, নিম্নের বিষয়গুলি আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে যাত্রী সাধারণের প্রতিদিনের দাবি পূরণ করতে আনুরোধ করছি। ১। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য দিল্লী ও দক্ষিণ ভারতগামী ট্রেন দেওয়া হোক ভায়া ফরাক্কা হয়ে। বর্তমানে আজিমগঞ্জ জংশন থেকে শুরু করা হোক এবং নসিপুর ব্রীজ সম্পূর্নতা পেলে ট্রেনগুলিকে কৃষ্ণনগর বা নদীয়া জেলার যে কোন স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এর ফলে উভয় জেলার মানুষের কর্মসংস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সহজতর হবে। ২। 13465 ও 13466 আপ এবং ডাউন ইন্টারসিটি ট্রেনটি দিনের বেলা কলকাতার সঙ্গে একমাত্র যোগাযোগের উপায়। ট্রেনটির সময় পরিবর্তন করা হলে যাত্রীসাধারণের কলকাতার সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগ সম্ভব হবে। ডাউনের ক্ষেত্রে সময় ভোর ৪.৩০ এবং আপের সময় বিকেল ৪.৩০ করতে হবে। সেই সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত সময় কমাতে হবে। ৩। 73151-73152 জঙ্গিপুর রোড-শিয়ালদহগামী ট্রেনটি ব্যান্ডেল থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত আপ-ডাউন এর ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী স্টেশনগুলিতে স্টপেজ বন্ধ করলে ট্রেনটির পরিষেবা কিছুটা কার্যকারী হতে পারে। ৪। 12517-12518 গৌহাটী-কলকাতা,15643-15644 কামাক্ষ্যা -পুরী, 15721-15722 এন.জে.পি-দীঘা,12525-12526 ডিবরুগড়-কলকাতা ট্রেনগুলি আপ-ডাউন এর ক্ষেত্রে জঙ্গিপুর রোড স্টেশনে স্টপেজ এর ব্যবস্থা করে জঙ্গিপুর মহকুমাবাসীর দুরদূরান্তে যাতায়াত নিশ্চিত করা হোক। ৫। ফরাক্কা জংশন স্টেশনটিকে কার্যকরী জংশন হিসাবে রূপান্তরিত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত –

জানে আলম মিঞা, প্রাক্তন বিধায়ক, সুতি

কেন নারীর এই অসম্মান কি হবে এবার লোকসভায় ?

সাধন দাস

সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে নর ও নারীর এক আশ্চর্য যুগলবন্দী যুগ যুগ ধরে প্রাণের ধারাকে প্রবহমান রেখেছে। আমাদের মা একজন নারী, আমাদের বাবা একজন পুরুষ। বিশ্বসংসার ছেড়ে দিয়ে এই দুজনকে'ই যদি আমরা 'আইকন'ধরি, তাহলে কী দেখব ? আমরা কি এই দুজনকে স্বপ্নেও কোনোদিন খাদ্য ও খাদক বা ভোগ্য ও ভোগী – এইরকম সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে দেখতে চাইব ? আমার জন্মদাতা পিতা যদি আমার জন্মদাত্রী জননীকে নিরন্তর দমন-পীড়ন ক'রে তার পৌরুষের শক্তিদম্ভ দেখাতে চান, তাহলে কি সন্তান হিসাবে সেটা আমার কাছে প্রীতিপদ হবে ? কিম্বা আজন্ম একসঙ্গে বেড়ে ওঠা আমার সহোদরা বোনটি যদি তার স্বামীগৃহে লাঞ্ছিতা হয়, সেও কি আমার কাছে খুব কাঙ্খিত হবে ?

আমার পরিবারের বাইরে এই সমাজ সংসারের প্রত্যেকটি পরিবার একেকটি ছোট ছোট বৃত্ত – যেখানে বাবা-মা,স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন - সবাই এক মনোরম আত্মিক সুতোর টানে বাঁধা। সেখানে আমরা কেউ কাউকে তো অসম্মান করার কথা ভাবি না।

তাহলে, পারিবারিক বৃত্ত টপকে আমরা যখন রাস্তায় বের হই,তখন আমাদের ভদ্র পোশাকের অন্তরাল ভেদ ক'রে একটা আদিম হিংস্র জন্তু হঠাৎ কেন তার নখদন্ত বের ক'রে ভয়ানক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে ? পৌরুষের

(শেষ পাতায়)

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

প্রশ্নটার উত্তর দু'ভাবে দেওয়া যায়। এক – জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে কি হবে ? দুই – দেশের ফলাফল কি দাঁড়াবে পুরো লোকসভায় ? জঙ্গিপুরে তিন দশক ধরে কংগ্রেস জিতে আসছে। প্রণব বাবুকে পেয়ে যে উচ্ছ্বাস কংগ্রেসের ছিল, তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সারা সংসদ কেন্দ্রের আম আদমির বিরাট আশা আকাঙ্খা। কংগ্রেসের নেতারা তার আঁচ পাননি। স্বপ্ন ভঙ্গ হলে কি পরিমাণ ধাক্কা খাবে দল এটা প্যাকেট আর ব্যাঙ্কে লোন পাইয়ে দেবার খেলাধুলোয় মেতে থাকা নেতারা বুঝতেই পারেননি। সেই ফাঁকে শুধুমাত্র কোটি কোটি টাকার ব্যবসা থাকার দৌলতে প্রাসাদবাসী মতলবি কিছু লোক প্রণববাবুর গা ঘেঁষে নিজেদের নানা স্বপ্ন পূরণ করে শুষে নিয়ে চলছিল। এক শ্রেণীর সাচ্চা কংগ্রেসীরা যা সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহসও হয়নি, প্রতিরোধ তো বহুদূর। বাঁটে রক্ত ঝরতে থাকায় প্রণববাবু লাথি ঝেড়েছিলেন একজনকে। বিশাল অর্থের আয়কর ছাড় দেবার আবদার মানেননি। ফলে কংগ্রেসের পকেট কাটতে ভোটের বাজারে কাঁচির আবির্ভাব এবং নৌকা ডুবতে ডুবতে বেঁচেছে এ যাত্রা। সেই ব্যবসায়ী এবার কি করেন সেটাই দেখার। অভিজিৎবাবু কি কাঁচির ধার ভোঁতা করার ব্যবস্থা নিয়েছেন ? এদিকে ইমানী বিশ্বাস রাতারাতি তৃণমূলে ভিড়ে আরো বিপদ বাড়িয়েছেন। যদিও এসব এলাকায় অধীর চৌধুরীর দাপট বেশী। তবুও সুতী, অরঙ্গাবাদ এলাকায় মহলদার, পেঁচি ইত্যাদি সমীকরণে কিছু ভোট কাটা যাবে। তৃণমূলের প্রার্থী শেষ পর্যন্ত থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। প্রণব-মমতা বহুবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। অভিজিৎ মমতার সঙ্গে দেখাও করেছেন। যদি কেন্দ্র অন্ততঃ একবছরের সুদ মকুব করে দেয় তবে প্রার্থী থাকবে না। আর প্রার্থী থাকবেনা বলেই শুধু চমকে দেবার জন্যেই বোধহয় বুথ কমিটি গড়ার ও প্রার্থী থাকবেই এরকম হুঙ্কার বাজারে ছাড়া হচ্ছে। অন্যদিকে সংগঠিতভাবে আগের থেকে অনেক শক্তি বেশী নিয়ে প্রস্তুত বামফ্রন্ট। তাদের প্রার্থীও জব্বর। সম্ভবত: মোজাফ্ফর। পোড় খাওয়া দীর্ঘদিনের বামপন্থী, মোটামুটি পরিষ্কার ভাবমূর্তি। কর্মীরা বেশ চাঙ্গা হয়ে মাঠে নেমেছেন। জঙ্গিপুরের তেমন উন্নয়ন না হওয়া আর কাটোয়া অবধি ফালতু প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং বিশেষ করে ধর্ষণ আর দল বদলের ঘৃণ্য রাজনীতির কথা বলে। অভিজিতের হয়ে যারা দুর্গ সামলাচ্ছে তাদের বিশেষ করে এম.এল.এ.দের ভাবমূর্তি একদম ভালো না। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তারা হারিয়েছেন গত দশ বছরে। তাই পঞ্চায়েতে মুখ পুড়েছে। সম্ভবতঃ এরকম চলতে থাকলে তারা জাতপাতের দোহাই দিয়ে আর বিধানসভায় ফিরতে পারবেন না। এরা এখানে গায়ে বাতাস লাগাচ্ছেন।

আর যারা দেশ আজ 'নমো' চায়ের পেয়ালায় ঠোঁট মিলিয়েছে। যেভাবে আসমুদ্রহিমাচল মোদি

(শেষ পাতায়)

দুরভাষ: (০৩৪৮৩)-২৬৬০৭৪ **জঙ্গিপুর পৌরসভা কার্য্যালয়** ফ্যাক্স: (০৩৪৮৩)২৭১১৭৪
পোঃ - রঘুনাথগঞ্জ * জেলাঃ - মুর্শিদাবাদ

পত্রাঙ্ক:-৪৭২/(৭৫)/১১২/১৪/জে.এম দিনাঙ্ক:-২৫/০২/২০১৪

বিজ্ঞপ্তি

২০১৪-২০১৫ সালের জন্য পৌরসভার ফেরিঘাটের ইজারার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর পৌরসভার রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়িঘাট দুইটি একত্রে আগামী ২০১৪-২০১৫ সালের জন্য (২০১৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০১৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য) আগামী ৬ই মার্চ,২০১৪ বৃহস্পতিবার বেলা ৩.০০ (তিন) ঘটিকায় পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নীলামে পৌরসভার কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

নিলামের দফাওয়ারী বিশদ শর্তাবলী পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

স্বা: মোজাহারুল ইসলাম
পৌরপিতা
জঙ্গিপুর পৌরসভা

দুরভাষ: (০৩৪৮৩)-২৬৬০৭৪ **জঙ্গিপুর পৌরসভা কার্য্যালয়** ফ্যাক্স: (০৩৪৮৩)২৭১১৭৪
পোঃ - রঘুনাথগঞ্জ * জেলাঃ - মুর্শিদাবাদ

পত্রাঙ্ক:-৪৭৩/১১২/১৪/জে.এম দিনাঙ্ক :-২৫/০২/২০১৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনস্থ ১) রঘুনাথগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের বাথরুম পায়খানা, ২) স্লটার হাউস, ৩) ফুলতলার বাথরুম পায়খানা, ৪) জঙ্গীপুর ধোপীঘাট আগামী ২০১৪-২০১৫ সালের জন্য (২০১৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০১৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য) আগামী ৭ই মার্চ ২০১৪ শুক্রবার বেলা ২.০০ (দুই) ঘটিকায় পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নীলামে পৌরসভার কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

নিলামের দফাওয়ারী বিশদ শর্তাবলী পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

স্বা: মোজাহারুল ইসলাম
পৌরপিতা
জঙ্গিপুর পৌরসভা

তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব.....(১ পাতার পর)

এখানে কর্মীসভা হবার কথা ছিল। হঠাৎ দুম করে ২৬ ফেব্রুয়ারী সভা হয়ে গেল। ব্লক প্রেসিডেন্টসহ সকলেই নিমন্ত্রণপত্র পেলেও আমাকে দেওয়া হয়নি। ঐ সভায় রঞ্জনবাবু জঙ্গিপুরের দায়িত্ব দিলেন রিটুকে। অথচ সেখানে ফুরকান–তাঞ্জিল প্রত্যেকে উপস্থিত। তাই এই ভ্রষ্টাচারিতার প্রতিবাদে কর্মীসভা বয়কট করি আমি।

মেয়ে পাচার .....(১ পাতার পর)

মথুরাপুরের মাঝামাঝি গ্রাম। আনুষ্ঠানিক বিয়ের ২/১দিন পরেই পাত্র সঞ্জয় মণ্ডলের আগের পক্ষের স্ত্রী ও কন্যা ধনপতনগরে এসে হাজির। এরপর ঘটনাটা সকলে জেনে যায়। আগের পক্ষের স্ত্রী জানান, মেয়ে পাচারের এ এক অভিনব কায়দা। এই বিয়েতে পাত্রির ভাই লবাই মণ্ডল লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। এবং সেই মর্মে ১টা দাবীপত্র দিয়ে সাগরদীঘি থানায় গত ১৬/২/২০১৪ একটি অভিযোগ দায়ের করেন। জিনিস পত্র যা দানস্বরূপ দিয়েছিলেন তা উদ্ধারের জন্য সাগরদীঘি থানায় পুলিশের সাহায্য চান। আগের পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে সঞ্জয় মণ্ডলের মোকর্দ্দমা চলছে। সঞ্জয় নাকি আগেও একইভাবে অন্য আর একটি মেয়েকে বিদেশে পাচার করেছে। খবর, নবকুমার চৌধুরী চাঁই সমাজের। পাত্রি পক্ষের অভিযোগ, চৌধুরীবাবু পাত্র পক্ষের আগের ঘটনা নাকি সবই জানতেন। উপযুক্ত তদন্ত হলে সত্য মিথ্যা অবশ্যই ফাঁস হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

কপিরাইটাররা .....(১ পাতার পর)

বহরমপুরে এই নিয়ে গন্ডগোলে কয়েকদিন জেলা জুড়ে রেজিষ্ট্রি অফিসে অচল অবস্থা চলে। বর্তমানে জঙ্গিপুর সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে সরকার নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিকে কপিরাইটাররা কাজ করলেও কাজের শ্লথ গতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনেক দলিল রেজিষ্ট্রি হচ্ছে না, যার ফলে অনেকে হয়রান হচ্ছেন বলে খবর। এ প্রসঙ্গে জনৈক কপিরাইটার জানান, সরকারীভাবে আমাদের বসার কোন জায়গা নেই। নিজেদের পারিশ্রমিকের টাকায় ঘরভাড়া নিয়ে কাজ চালাতে হয়। তাই আমরা কাজ চালানোর জন্য সরকার থেকে ঘরের দাবী জানিয়েছি। অতিরিক্ত টাকা চেয়ে আমরা কোন অশান্তি করতে চাই না।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

নারীর অসম্মান .....(১ পাতার পর)

জোর দেখাবার অনেক ক্ষেত্র তো সংসারে আছে। রণক্ষেত্র, ক্রীড়াক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র! কি লজ্জার কথা, সেখানে যে-পুরুষেরা 'কাপুরুষ' সেই কাপুরুষের দল অবলা নারীর উপর তার নিষ্ফল পৌরুষের বীরত্ব ফলিয়ে বাহাদুরি দেখাতে চায়! যে-নারী পাইলট, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, ইঞ্জিনীয়ার বা শিক্ষিকা, শুধু বায়োলজিক্যাল কারণে তারা পুরুষের চেয়ে শারীরিক শক্তিতে কিছুটা 'কমজোরি' ব'লে প্রতিদিন রাস্তাঘাটে ট্রেনে বাসে লাঞ্ছিতা হয়। লজ্জার কথা, একবিংশ শতাব্দীর এই হাইটেক সভ্যতা তাদের সামান্যতম নিরাপত্তা দিতে পারে নি আজও। মোমবাতি- মিছিল ক'রে সুশীল সামজ তাদের দায় সারে। কতো মৌন মিছিল, বক্তৃতার ফুলঝুরি, নীতি উপদেশ আর দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় পাতায় কতো চমক-লাগানো আর্টিকল !! কী হচ্ছে তাতে ? বন্ধ হয়েছে কোনো কিছু ? আমার মনে হয়, নারীর সম্মানরক্ষার শ্লোগান দিয়ে কিচ্ছু হবে না। নারীর সম্মান রক্ষার আগে দরকার পুরুষের আত্মমর্যাদাবোধ। স্কুল-কলেজের ডিগ্রী দিয়ে আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি হয় না। মনুষ্যত্বের নীতিপাঠ শুরু হয় পরিবার থেকে, সৎ ও শুদ্ধ জীবনাচরণের মাধ্যমে।-আমাদের সমাজে যেটার বড়ই অভাব। শরীর নয়, 'মন' দিয়ে 'মন' জয় করার মতো সংযত ভাবনায় বেড়ে উঠি না আমরা। ভুলে যাই পুরুষের শক্তিরও একটা 'সম্মানমূল্য' আছে এবং অবশ্যই সেটা নারীর কাছে। সেটা বিলিয়ে দেবার নয়, হরির লুটের মতো সেটা ছড়িয়ে দেবারও নয়। নারীকে ভালোবাসার দাম দিয়ে সেটা 'পুরুষের' কাছ থেকে কিনে নিতে হয়। ক'জন পুরুষ জানে নিজের শক্তির এই মূল্য ? জানে না বলেই সে বারে বারে নিজের শক্তিসম্পদের অপব্যয় ক'রে নারীকে অসম্মান ক'রে আর তার চেয়ে বেশি 'নিজেও' অপমানিত হয়।

ভাষাদিবস .....(১ পাতার পর)

২১ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব হলের মিহির মঞ্চে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে ভাষাদিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান হয়।

সাংসদের তৎপরতা.....(১ পাতার পর)

লাইট সেট, রক্ত পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের তিনটি মেশিন, ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি ডিজিটাল এক্স–রে মেশিন, একটি উচ্চক্ষমতার দূষণমুক্ত জেনারেটার ছাড়া রোগীদের আত্মীয়স্বজনদের রাত্রীবাসের জন্য বাথরুম, বিদ্যুৎ ও জলসহ ঘর তৈরী করে দেন জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী। এই বাবদ মোট ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হবে। কংগ্রেসের পক্ষে সুদীপ রায় এ খবর জানান।

লোকসভায়.....(২ পাতার পর)

কাঁপিয়ে দিয়েছেন তাতে সমীক্ষা যাই বলুক ২৭২ পার হয়ে যাবে একাই বি.জে.পি.র। এরকম তুলতে পারেননি পিতামহ ভীষ্ম বৃদ্ধ আদবানীজীও। মোহন ভাগবতজীর এই গুঠি সাজানো তাই সার্থক হতে চলেছে বলেই মনে হয়। সীমান্তে চিন, পাকিস্তানের মস্তানী, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কলকাঠি, কয়লা, স্পেকট্রাম, লক্ষ কোটির খেলা, বিদেশে রাখা দেশের শোষণ করা অর্থ – এক ঝটকায় সব পাশার ঘুঁটি উল্টে দেবে মোদীর তাণ্ডবে। সংখ্যালঘুরা ভোটার থেকে ভারতীয় হবার সুযোগ পাবেন। দেশদ্রোহী, গো–গঙ্গা–গীতার শত্রু, দেশের শত্রু। সে যে জাতেরই হোক নিঃসঙ্গ হবে, নিষ্ক্রিয় করার দরকার হবে না।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।